BEN-এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত : অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সাথে আলাপচারিতা

পড়শী ঃ BEN (Bangladesh Environmental Network)-এর সাথে আপনি কতদিন থেকে জড়িত ?

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম (অনই) ঃ আমরা BEN-র সূচনা করি ১৯৯৮ সনের জুলাই মাসে। সেই থেকে আমি এর সাথে জড়িত আছি।

পড়শী ঃ BEN এর সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারি কি ?

অনই ঃ BEN-র সাংগঠনিক কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে ধাপবদ্ধতা (hierarchy) নেই, বা কম। যেমন আমাদের কোন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ইত্যাদি কিছু নেই। কেবল আমাকে BEN-র "সমন্বয়কারী" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাও শুধু বাইরের কোন ব্যাক্তি, অথবা সংস্থার সাথে যোগাযোগের জন্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, BENএকটি উন্মুক্ত সংগঠন। এতে সবাই, যারা বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণে আগ্রহী, যোগ দিতে পারেন। যোগ দেয়ার পদ্ধতি হলো শুধু নাম ও ই-মেইল ঠিকানাটি আমার কাছে (s_n_islam@yahoo.com), অথবা BEN-র সম্পাদকের ঠিকানায় (ben_editor06@yahoo.com) পাঠিয়ে দেয়া। BEN-এ যোগদানের আরেকটি উপায় হলো www.listscrv.ccemory.edu তে যাওয়া, এবং সেখানে BEN-র পাতায় গিয়ে সরাসরি নিজেকে BEN-এ অন্তর্ভুক্ত করা। BEN-র চাঁদা নেই, অথবা কোন কাজের নির্দিষ্ট কোন অঙ্গীকার অথবা দায়বদ্ধতাও নেই। এবং অপছন্দ হলে আপনি যে কোন সময় BEN থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। BEN-এ অন্তর্ভুক্ত হলে আপনি নিয়মিত BEN Newsletter পাবেন, ই-মেইলের মাধ্যমে। এতে আপনি বাংলাদেশের পরিবেশ সংশি-ষ্ট ও BEN-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে খবরাদি পাবেন। সেসব খবরের ভিত্তিতে যদি আপনি BEN-এর কোন সুনির্দিষ্ট কার্য্যক্রমের সাথে জড়িত হতে চান, সেটা আপনার অভিপ্রায়।

BEN-র মধ্যে যারা অধিকতর উৎসাহী, তাদেরকে নিয়ে আমাদের BEN-Consultative Commitee (BEN-CC) আছে। আমরা BEN-র বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে থাকি, BEN-র বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। BEN-CC কেই BEN-র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরাম হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারেন। সবশেষে BEN Initiators' Group (BEN-IG) বলে আমাদের অপেক্ষাকৃত ছোট একটি ফোরাম আছে। এটি যাদেরকে নিয়ে BEN শুরু হয়েছিল, মূলত তাদেরকে নিয়েই গঠিত। তবে তাদের ছাড়াও পরবর্তীতে যারা BEN-র কার্যক্রমে বিশেষ উদ্যোগের স্বাক্ষর রেখেছেন, তারাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন BEN-CC-র তুলনায় BEN-IG তে বেশী আলোচনা হতো। ইদানিংকালে আমাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক আলোচনা BEN-CC তেই হয়ে যাচ্ছে বিধায় BEN-IG তে পৃথক আলোচনার তেমন প্রয়োজন হচ্ছে না।

BEN-র তৃতীয় সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। BEN-র ভেতর কোন ভোটাভুটি নেই। আমাদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্বসম্মতির ভিত্তিতে। যদি দেখা যায় যে, একটা বিষয়ে কোনভাবেই একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে সে বিষয়ে কোন উদ্দ্যোগ গ্রহণ থেকে আমরা বিরত থাকি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই পদ্ধতির ফলে সকল সদস্যের অভিমত সমান গুরুত্ব পায়, এবং সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি এবং কারণগুলোই গুরুত্ব পায়। যুক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও শুধু দল ভারী করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে BEN সম্পূর্ণ মুক্ত।

BEN-র সাংগঠনিক বিস্তৃতি সম্পর্কে বলবো যে, আমাদের প্রায় পাঁচশতাধিক সদস্য আছেন। তাদের মূল অংশ আমেরিকায়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে অনেকে BEN-এ যোগ দিয়েছেন। এছাড়া কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, ইউরোপের অন্য কিছু দেশে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে BEN-র সদস্য আছেন। BEN-র কিছু সদস্য বাংলাদেশেও আছেন। BEN-CC -তে প্রায় পঞ্চাশজন আছেন। BEN-IG তে প্রায় পনরজন আছেন।

পড়শী ঃ BEN গঠনের উদ্দেশ্য কি কি ছিল এবং প্রতিষ্ঠার নয় বৎসর পর সেগুলো কি বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়েছে ?

অনই ঃ BEN গঠনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিপ্রায় ও প্রয়াসকে সংগঠিত করা ও কার্যকর রূপ দেওয়া। এটা আনন্দের বিষয় যে BEN-র সে লক্ষ্য অনেকখানিই অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে BEN-র একটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। BEN-র এ সিদ্ধান্তটি ছিল এই যে, যা কিছু করা তা স্ববাসী (Resident) ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগিতার ভিত্তিতে করতে হবে, এবং এ সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্ববাসী বাংলাদেশীদেরই চালকের সীটে (driver's seat) থাকতে হবে ও থাকতে দিতে হবে। এর একটি কারণ হলো আমরা প্রবাসী, কাজেই নিজেরা সামনে থেকে কিছু করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের পরিবেশের সমস্যা মূলত দেশে যারা আছেন, অর্থাৎ স্ববাসীদেরই সমস্যা। তাদেরকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা প্রবাসীরা শুধু সহযোগিতা করতে পারি। আমরা স্ববাসী-প্রবাসী সহযোগীতায় অত্যন্ত সফল একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। এটাই আমি মনে করি BEN-র সবচেয়ে বড় সাফল্য।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে (এসময় আমি ঘন ঘন দেশে যাই) আমাদের উপলব্ধি হয় যে, দেশে যারা পরিবেশ সপক্ষ, তারা বিভক্ত থাকায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেন না। কাজেই প্রথম যেটা প্রয়োজন, তা হলো এই শক্তিকে একত্র করা। সেই উপলব্ধি থেকেই আমরা BEN-র পক্ষ থেকে ১৯৯৯ সনে একটি বড় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করি। ২০০০ সনের জানুয়ারি ১৪-১৫ তারিখে ঢাকায় International Conference of Bangladesh Environment (ICBEN) ২০০০ নামে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পঞ্চাশটিরও বেশী পরিবেশ সপক্ষ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এই সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিবেশ বিষয়ক প্রায় সকল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রশ্নাবলী আলোচনার জন্য

বিশেষজ্ঞ-অধিবেশন (Expert Session) ছাড়াও সাধারণ প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য সাধারণ অধিবেশন (General Session)-রও ব্যবস্থা করা হয়। এবং তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সমাজের বহু প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সম্মেলন উপলক্ষে একটি মেলারও আয়োজন করা হয়। সবমিলিয়ে এই সম্মেলনটি খুবই সফল হয় এবং বাংলাদেশে ঐক্যবদ্ধ পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা করে। এই সম্মেলনে পঠিত সব প্রবন্ধের সংকলন করে পুস্তক প্রকাশিত হয়। এছাড়া সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে Dhaka Declaration on Bangladesh Environment 2000 গৃহীত হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সকল পরিবেশ সপক্ষ শক্তিকে নিয়ে ২০০০ সনের জুলাই মাসে "বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন" (বাপা) নামের সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই বাপা বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত কার্যকর ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

বাপার মাধ্যমেই এখন BEN বাংলাদেশে তার পরিবেশ সপক্ষ কাজকর্ম পরিচালনা করছে। BEN নিজেকে বাপার অংশ অথবা সদস্য হিসাবে মনে করে। BEN-বাপা সহযোগিতাই এখন স্বাবাসী-প্রবাসী সহযোগিতার সবচেয়ে সফল মডেল।

BEN-বাপা সহোযোগিতার মাধমে কাজ করে আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছি। তার কয়েকটি উদাহরণ হলো-

১। বাংলাদেশ সীসাযুক্ত গ্যাসোলিন নিষিদ্ধ করে সীসামুক্ত গ্যাসোলিন প্রচলিত করা,

২। দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট স্কুটারগুলো নিষিদ্ধ করে CNG চালিত যানগুলো চালু করা,

৩। পলিথিন ব্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপিত করা,

৪। দেশের নদ-নদী ও জলাশয় সমূহের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং নদী দখলের প্রবণতা রোধ করা।

৫। দেশের জ্বালানী নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এই নীতিকে পরিবেশ সপক্ষ করার জন্য চাপ গড়ে তোলা।

BEN-বাপা সহযোগিতার ফলে এখন বাংলাদেশে সঠিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের এক বহুমুখী প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। বাপার আওতায় প্রায় ২৫টি উপকমিটি কাজ করছে বিভিন্ন পরিবেশ সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তাদের কাজের ফলে বিভিন্ন দিকেই অল্প অল্প করে আগানো সম্ভব হচ্ছে, কিছু কিছু করে সাফল্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

পড়শী ঃ BEN এর বর্তমান কার্যক্রম কি কি ?

অনই ঃ বাপাকে পেছন থেকে সর্বোত উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান হলো BEN-র এখন সার্বক্ষণিক কাজ। এই কাজের পাশাপাশি BENস্বীয় উদ্দ্যোগে আরও কিছু কাজ করছে। BEN-র আওতায় প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বেশ কিছু Panel গঠিত হয়েছে। এই Panelগুলো নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণা, আলাপ-আলোচনা চলিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেসবের ভিত্তিতে বিভিন্ন নীতি পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েকটি Panel এ মুহূর্তে খুবই সক্রিয়। তার একটি হলো BEN Energy Panel, ড. আহমদ বদরুজ্জামান যার সভাপতি, যা গত বছর বাংলাদেশের জ্বালানীখাতের উপর একটি প্রতিবেদন (Energy Report) তৈরী করেছে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গত ডিসেম্বরে ঢাকায় বাপা-BEN-র যৌথ উদ্যোগে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে জ্বালানী বিষয়ক একটি বিস্তৃত প্রস্তাব (Resolution on Energy) গৃহীত হয়। বাপা ও BEN এখন এই Energy Report ও Resolution on Energy -র ভিত্তিতে নিরলস কাজ করছে। সম্প্রতি সরকার দেশের কয়লা নীতি প্রণয়ন করতে চাইছে। এই খসড়া কয়লা নীতির উপর BEN-র পক্ষ থেকে অনেকগুলো পর্যালোচনা ও অভিমত পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করছি যে, এগুলো কিছুটা হলেও ফলদায়ক হবে।

দ্বিতীয় আরেকটি Panel হচ্ছে বাংলাদেশের জাতিগত সংখ্যালঘু, যাদেরকে "আদিবাসী" বলা হয়, তাদের বিষয়ে। এটির সভাপতি হচ্ছেন অধ্যাপক ফরিদা খান (U of Wisconsin, Parkside)। এই Panel এখন বাপার সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে আগামী ডিসেম্বরের ১৭-১৮ তারিখে ঢাকায় "আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের পরিবেশ" শিরোনামে একটি সম্মেলন আয়োজনের কাজে ব্যস্ত।

তৃতীয় প্যানেল গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের পাটচাষী ও পাট-শিল্পের উপর। Prof Salim Rashid (U of Illinois) এর সভাপতি। এই Panel এখন অনুসন্ধান ও গবেষণা করছে এবং ভবিষ্যতে পাট বিষয়ে করণীয় সম্বলিত সুপারিশমালা উপস্থিত করবে। বাপা ও BEN এখন সেসব সুপারিশমালার ভিত্তিতে প্রচারকাজ করতে পারবে।

BEN-এর চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল হলো নদী বিষয়ক। পেনসিলভানীয়ার লকহ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof Khalekuzzaman এর সভাপতি। এই প্যানেলের কাজের ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সনে বাপা "নদী বিষয়ক প্রস্তাব" (Resolution on Rivers) গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবে বাংলাদেশে বর্তমানে চালু নদী বিষয়ক ভ্রান্ত অবরোধ পন্থা (Cordon-Approach) পরিহার করে উন্মুক্ত পন্থা (Open-Approach) গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে বিস্তারিত যুক্তি সহকারে। বাপা ও বেন এখন এই "নদী বিষয়ক প্রস্তাব" নিয়ে প্রচার কাজে ব্যাপৃত আছে। বেনের নদী বিষয়ক প্যানেলের উদ্যোগেই ২০০৪ সনের ডিসেম্বরে ঢাকায় ভারতের আন্ত-নদী সংযোগ প্রকল্পের উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাপা, বেন ছাড়াও এ সম্মেলনের আয়োজনে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, বাংলাদেশ প্রকৌশল ইনস্টিট্যুট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব মূল আয়োজক ছাড়াও আরও অনেক সংগঠন সহযোগী আয়োজক হিসাবে অংশ নিয়েছিল। এই সম্মেলনে ভারতের প্রায় সকল প্রধান পানি বিশেষজ্ঞ সহ প্রায় পঞ্চাশজনের মতো একটি বড় প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের চুলচেরা বিশে-ষণ করা হয় ও বাংলাদেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়। সম্মেলনের এ বিষয়ক প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, ও নেপাল সহ অন্যান্য দেশের নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের মধ্যে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তিতে উপমহাদেশে একটি ঐক্যবদ্ধ নদী-রক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সে আন্দোলনটি গড়ার পথে। কিন্তু এই সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নদী-রক্ষা আন্দেলনটি বেগবান হয়। যার সূত্র ধরে গত বৎসর (২০০৬) ডিসেম্বর ঢাকায় বাপা-বেন কর্তৃক একটি জাতীয় নদী কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। এই কনভেশনে সারা দেশ থেকে নদী আন্দোলনের কর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন। তাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই কনভেনশনে বাংলাদেশে "জাতীয় নদীরক্ষা আন্দোলন" নামে একটি সংগঠনের সূচনা করা হয়। বেনের নদী বিষয়ক প্যানেল সার্বক্ষণিকভাবে এইসব কাজের

সাথে জড়িত আছে এবং সেগুলোকে সঠিক ধারায় অগ্রসর হতে সহায়তা করছে।

উপরোক্ত প্যানেলগুলি ছাড়াও বায়ু-দূষণ, আর্সেনিক সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও বেনের প্যানেল আছে। সেগুলো প্রয়োজনমতো ও সম্ভাবনামতো কাজ করছে।

পড়শী ঃ এ সব কার্যক্রম থেকে BEN-এর ভূমিকাকে কি বলা যেতে পারে- "সমালোচক" না "উপদেষ্টা"?

অনই ঃ "সমালোচক" বা "উপদেষ্টা" কোনটিই ঠিক BEN-এর ভূমিকাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতে পারে না। BEN-এর কাজের মধ্যে সমালোচনা নিশ্চয়ই থাকে। আমরা সরকারের ভ্রান্ত নীতিসমূহের সমালোচনা করি। তবে আমাদের সমালোচনা হচ্ছে গঠনমূলক। আমরা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকি না, আমরা ইতিবাচক বিকল্পও তুলে ধরি। যেমন আমরা নদী বিষয়ক সরকারের "অবরোধ পন্থা"র কড়া সমালোচনা করছি, কিন্তু পাশাপাশি এর বিকল্প "উন্মুক্ত পন্থা"টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি। তেমনি আমরা জ্বালানি বিষয়ক সরকারের বর্তমান অরাজক, এড-হক, বিদেশী কোম্পানী নির্ভর, ও রপ্তানী অভিমুখী নীতি ও কার্যধারার সমালোচনা করছি। কিন্তু এর বিপরীতে একটি সামগ্রিক, সুচিন্তিত, ভবিষ্যত-সম্মত, দেশীয় সামর্থের বিকাশ ভিত্তিক ও আভ্যন্তরীন চাহিদার অগ্রাধিকার সম্পন্ন জ্বালানী কৌশল তুলে ধরেছি।

একইভাবে আমরা নিজেদেরকে ঠিক উপদেষ্টা ভাবিনা। সরকারের সাথে তো আমাদের সেরকম সম্পর্ক নেই-ই। আমরা সবার সাথে মিলে মিশে যৌথভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছি।

পড়শী ঃ BEN যেহেতু মূলতঃ প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে গঠিত। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আপনারা কি বাংলাদেশী কোন সংগঠনের থেকে সহযোগিতা নিচ্ছেন?

অনই ঃ বাপার সাথে সহযোগিতার কথা আমি আগেই বলেছি। এছাড়া আমরা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠনের সাথেও সহযোগিতা করে থাকি। যেমন ১৯৯৯ সন থেকে ঢাকায় আমরা গৃহস্থালী বর্জ্যে জৈব অংশ আলাদা করে সার তৈরীর একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা শুরু করি দুটো Pilot প্রকল্পের মাধ্যমেঃ একটি ঢাকায় ভাসানটেক্ বস্তিতে, আরেকটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে। এই প্রকল্পটি আমরা করি Initiative for People's Development (IPD) নামে বাংলাদেশের একটি সংগঠনের সাথে।

পড়শী ঃ BEN কে কি কোন প্রতিরূপ সংস্থার সংগে প্রতিযোগিতা করতে হয়? এদের সাথে BEN এর পার্থক্য কোথায়?

অনই ঃ আমরা সেরকম কোন প্রতিযোগিতা দেখি না। আমরা সকলকেই এ ধরনের কাজে যোগ দিতে স্বাগত জানাই। BEN-র একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর আত্মনির্ভরশীলতা। আমরা কারো কাছ থেকে কোন আর্থিক অনুদান নিই না। দিতে চাইলেইও নেই না। আমাদের দর্শন হলো- দেশের জন্য নিজেদের সামথ্যের ভিত্তিতে কিছু করা। বৈদেশিক সাহায্য মুখাপেক্ষিতা আমাদের দেশে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে একটা আত্মনির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। সুখের বিষয় যে, তাতে আমরা সফল হয়েছি। আমাদের এই আত্মনির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত 'বাপা'ও অনুসরণ করেছে, এবং সেজন্য দেশে 'বাপা' অনেক সমাদৃত হচ্ছে। আমাদের কারো কাছে তহবিল সংগ্রহের জন্য দারস্থ হতে হয় না। আমরা বৎসরে একবার একটি fund raising করি, তখন আমাদের সদস্যরা যে যতটা চান অনুদান করেন। তার ভিত্তিতেই আমাদের কাজ চলে।

পড়শী ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালিরা বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ খুঁজে। BEN-এর ছত্রছায়ায় তাদের জন্য কি কি করার সুযোগ আছে?

অনই ঃ প্রবাসী বাংলাদেশীরা আজ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের মানুষও তাদের কাজ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। প্রবাসীদের মধ্যে যারা দেশের জন্য কিছু করতে চান তারা আজ আর এ কথা বলতে পারবেন না যে কিছু করার সুযোগ পাচ্ছেন না। BEN-বাপার কাজের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। পরিবেশ সমস্যাটি এমন যে, এর সূত্র ধরে বস্তুত প্রায় সকল সমস্যাতেই পৌঁছানো যায়। কাজেই যে কোন সমস্যার ব্যাপারেই আপনি আগ্রহী হন না কেন, যদি কিছু করতে চান, বেন-বাপার আওতায় তা করতে পারবেন। এই যেমন বন্যার কথা ধরুন। দীর্ঘমেয়াদী বন্যা সমস্যা নিয়ে প্রচারকাজ ছাড়াও, বন্যার্তদের সহায়তার জন্যও বেন বাপা শামিল হয়েছে। প্রবাসীদের যারা বন্যার্তদের সাহায্য করতে চান তারা BEN-বাপার মাধ্যমে করতে পারেন। আমরা সংগৃহীত তহবিল বাপার নিকট পাঠাচ্ছি, এবং বাপার কর্মীরা বন্যাকবলিত এলাকায় যেয়ে তা বিতরণ করছেন।

পড়শী ঃ দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাগোগের ব্যাপারে BEN কি কিছু চিন্তা ভাবনা করছে ?

অনই ঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যাপারে BEN খুবই আগ্রহী এবং সে ব্যাপারে কয়েকটি ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রথমটি হলো এই প্রজন্মের সদস্যদেরকে আমরা সুযোগ পেলেই BEN-এ অন্তর্ভুক্ত করছি। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে কাউকে প্রতিশ্রুতিশীল দেখলেই আমরা BEN-CCতে অন্তর্ভূক্ত করছি, যাতে তারা BEN এ নীতি-নির্ধারনে ভূমিকা রাখতে পারে। তৃতীয়তঃ আমরা BEN Internship নামে একটি কার্যক্রম চালু করছি, যার আওতায় দ্বিতীয় প্রজন্মের সদস্যরা দেশে যেয়ে বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন, প্রতিষ্ঠানে Internship করতে পারবে। শেষোক্ত এই কর্মসূচীই আমরা "দৃষ্টিপাত" (Drishtipat) নামক যে প্রবাসী মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন রয়েছে, তার সাথে যৌথভাবে করার চেষ্টা করছি।

পড়শী ঃ BEN কিভাবে তার সাফল্য মূল্যায়ন করে?

অনই ঃ BEN এপর্যন্ত যেসব সাফল্য অর্জন করেছে, তা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত। এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে BEN-এর সকল সদস্যের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে। এই সাফল্য আরও সম্ভব হয়েছে আমাদের স্ববাসী বন্ধুরা, যারা বাপাতে সমবেত হয়েছেন, তাদের প্রচেষ্টার ফলে। কাজেই এটা একটা যৌথ সাফল্য। তবে যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাতে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে ক্ষান্তি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় এই সাফল্য খুবই সীমিত। দেশের পরিবেশ এখন প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে, এবং সময়ে এই দূষণের পরিধি ও মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে আরও ব্যাপক এবং বিপুল সংখ্যক স্ববাসী ও প্রবাসীর প্রয়োজন। পরিবেশ নিয়ে একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন। আমরা আহ্বান রাখবো

৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ... ৪৯ পৃষ্ঠার পর

সহজেই ইন্টেলকে সরাসরি বিনয়োগের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো। ইন্টেলে কর্মরত বাংলাদেশীরা সবসময় আমাদের সাহায্য করে আসছে। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে ইন্টেলের বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে তারা বিরাট ভূমিকা রাখবে।

আবদুল-হ এইচ কাফি
সহ-সভাপতি, এশিয়ান ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ড্রাস্টি অর্গানাইজেশন

বাংলাদেশে ইন্টেল চেয়ারম্যানের সফরের বিষয়টি আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনের অন্যান্য বড় বড় উদ্যোক্তাদের আমরা এখন সহজেই আমন্ত্রণ জানাতে পারবো। এখন আমাদের সরকার এবং উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ন ড. ব্যারেট জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি টাস্কফোর্সের বর্তমান চেয়ারম্যান। ফলে এই সফরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারলে আমরা জাতিসংঘের মাধ্যমেও তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারবো।

আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্কের (বিটিএন)

ইন্টেল চেয়ারম্যানের বাংলাদেশ সফরকে আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত পজেটিভ একটি ঘটনা। ড. ব্যারেট আমদের সরকার প্রধানের সাথে দেখা করেছেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনুসের সাথে কথা বলেছেন, গ্রামীণ সলিউশনসের মাধ্যমে বাংলাদেশে তারা কাজ শুরু করেছে, এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক বিষয়। এখন সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ তাঁর বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করলে আমার মনে হয় দেশের জন্য ভাল হবে।

মোস্তাফা জব্বার
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)

বাংলাদেশে ইন্টেল চেয়ারম্যানের এই সফরের ফলে বাংলাদেশ লাভবান হবে কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ইন্টেলের ওয়ার্ল্ড এ্যাহেড প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের একটি প্রকল্প রয়েছে। আমি যতদূর জানি এরকম একটি প্রকল্প মাইক্রোসফটেরও রয়েছে। মাইক্রোসফট এ প্রকল্পটি চালু করেছিল তাদের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারণের একটি পদক্ষেপ হিসাবে। শুধু ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে যদি ইন্টেলও একই রকম উদ্যোগ নেয় তাহলে খুব ফলপ্রসু হবে বলে আমি মনে করি না। বিল গেটস ও ড. ক্রেইগ ব্যারেটের মতো তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সুখবর। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের সফরকে কেন্দ্র করে আমরা দেশের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছু করতে পারতাম যা করা হয়নি। ইন্টেলে কর্মরত বাংলাদেশীরা সবসময় বাংলাদেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় তাদের অব্যাহত উদ্যোগের ফলে আমরা তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) মাধ্যমে অনেকগুলো স্কুলে কম্পিউটার প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আমি দেখেছি এর মধ্যে অনেকগুলোই কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করি তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে হলে সবাই মিলে আগে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ■

BEN-এর অতীত, বর্তমান ... ৫৩ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীদের এগিয়ে এসে এই আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য।

পড়শী ঃ BEN-এর কি কোনরূপ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে?
অনই ঃ BEN সবসময়ই দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করার চেষ্ঠা করছে। যেসব ইস্যু আমরা বাপার সহযোগে হাতে নিয়েছি, এগুলো প্রায় সবই দীর্ঘ মেয়াদী। যেমন, নদীর ব্যাপারে বাংলাদেশে পন্থাটির সংশোধন, এটি সহজে হবেনা। অনেক দীর্ঘ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। তেমনি গণমুখী ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানী কৌশল এটাও একটি সময়স্বাপেক্ষ প্রয়াস। আদিবাসীদের এলাকায় পরিবেশ রক্ষা এবং তাদের অধিকার রক্ষা (আমাদের বিবেচনায় এ দুটি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত), এটাও দীর্ঘ মেয়াদের। বাংলাদেশের পাট ও পাট শিল্পের পুনরুদ্ধার, এটাও অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। অন্যান্য যেসব ইস্যুতে আমরা কাজ করছি, কোনটিই রাতারাতি হয়ে যাবে না। কাজেই আমাদের নতুন করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হচ্ছে না।

পড়শী ঃ BEN কি তার ১০তম বার্ষিকী পালন করবে?
অনই ঃ BEN শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সনের জুলাইতে। সে হিসেবে আগামী বছর বেনের দশ বৎসর পূর্ণ হবে। এই ১০ম বার্ষিকী যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। সে মোতাবেক ২০০৮ সালের জুলাই ১২-১৩ (শনি-রবি) তারিখে আমরা নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচী আমরা এখনও ঠিক করিনি। তবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই উপলক্ষে আমাদের দশ বৎসরের কাজের একটা যৌথ মূল্যায়ন করা এবং আগামীতে আমাদের কাজের ধারা প্রকৃতি ও সূচী নিয়ে আলোচনা করা। বরাবরের মতোই আমাদের অনুষ্ঠানটি হবে উন্মুক্ত। মিডিয়া সহ সকলেই এতে যোগ দিতে পারবেন; আমরা স্বাগত জানাবো। সকলের সমালোচনা পরামর্শ থেকেই আমরা উপকৃত হতে চাই। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আরও বেশী প্রবাসীদেরকে BEN সম্পর্কে অবহিত করতে চাই, যাতে তারা অনুপ্রাণিত বোধ করেন, ও BEN-বাপা কাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। ■

ড. নজরুল ইসলাম Bangladesh Environmental Network (BEN) Consultative Committee-এর সমন্বয়কারী। বর্তমানে তিনি United Nations Department of Economics & Social Affairs-এ কর্মরত। তিনি Harvard University থেকে ডক্টরাল ডিগ্রী অর্জন করেছেন এবং Emory University, Atlanta এবং Kyushu National University, Japan এ অধ্যাপনা করেছেন।